R N No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৫ই অক্টোবর ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

বিজয়া দশমী ও ইদুজ্জোহায় শান্তি রক্ষাই মুখ্য বিষয়

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ অকটোবর—আজ মহাষষ্ঠী। আগামী কাল থেকে দুর্গাপূজো শুরু। শেষ দশমীতে। ওই দিন আবার ঈদুজ্জোহা উৎসবও। প্রশাসনের কাছে তাই বিজয়া দশমী ও ঈদুজ্জোহায় শান্তি রক্ষাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সুলতান সিং জানিয়েছেন, ওই দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে জেলায় যাতে শান্তি বজায় থাকে তার জন্য শান্তি রক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উনিশ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। পারশিবপুরের ঘটনায় সুতি ও সামসেরগঞ্জে সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া জেলার সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। অবশ্য পূজোর সময় ওই দুই থানা এলাকায় শান্তি বজায় থাকবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

পূজো ও ঈদুজ্জোহা উৎসব এসে গেল, অথচ মানুষের মনে আনন্দ নাই। কাপড়ের দোকানে আগের সেই ভিড় নাই। দাম অনেক বেড়েছে। বাজারে আগুন লেগেছে। চিনি অমিল হয়েছে। টুকটাক যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সেকেণ্ড অফিসার চিনি বিক্রেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর জানিয়েছেন, রেশনে মাথা-পিছু পঁচাত্তর গ্রামের বেশী চিনি পাওয়ার আশা নাই। মহকুমার মিষ্টান্ন ও চা ব্যবসায়ীদের জন্য মাসে ১৫০০ কুঃ চিনির কোটা চাওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে শিগ্‌গির ওই কোটা এসে পড়বে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'পুলিশ সুপার সি পি এম এর হয়ে কাজ করছেন' ঃ সম্মেলনে ভোলা সেন

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ অকটোবর—ষ্টেট গভরনমেনট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের ৭ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিতে এসে কং (ই) এম এল এ ও বিধানসভায় কং (ই) পরিষদীয় দলের নেতা ভোলা সেন বলেন, 'মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সি পি এমের হয়ে কাজ করছেন।' আজ স্থানীয় সদরঘাটে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভোলা সেন আরো বলেন, 'সি পি এম এর রাজত্বে বিদ্যুৎ কর্মীরা মার খাচ্ছেন। পারশিবপুর চরে দাঙ্গা হচ্ছে। ওই দাঙ্গায় ৫০ জন নিহত হয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, জ্যোতিবাবুর রাজত্বে শীল্ডের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেস আমলে ১৭ লক্ষ লোকের চাকরি হয়েছে। বাম্‌ফ্রন্টের আমলে দু'লক্ষও হয়নি। বেকার ভাতার নামে সন্তুষ্টি সাধন করা হচ্ছে।

সদস্য গোলাম ইয়াজদানি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের শান্তি নষ্ট করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ হয়েছে, কিন্তু মানুষ উপকার

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আটজন প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক অপসারিত

জঙ্গিপুর, ১৫ অকটোবর—রঘুনাথগঞ্জ পূর্ব চক্রের আটজন প্রাথমিক প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করা হয়েছে। মে মাসে মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের প্রশাসক প্যানেল থেকে তাঁদের নিয়োগ করেছিলেন। পাঁচ মাস পর স্কুল বোর্ড সভাপতির ১৮ সেপটেম্বর তারিখের ২২০২ নং মেমো থেকে ওই শিক্ষকদের অপসারণের সংবাদ জানা যায়। এই ঘটনায় যুগপৎ শিক্ষকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে বোর্ডের অন্তর্দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠেছে।

নিয়োগের দাবি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের ৯০টি অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক শিক্ষকরা তাঁদের নিয়োগের দাবিতে ডি আই সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

সপ্তমী পূজা ঃ ২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৮৭ সন ইং ১৬ অক্টোবর ঘঃ ৮।৫৭।৪২ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর পত্রিকা প্রবেশ ও সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

মহাষ্টমী পূজা ঃ ৩০শে আশ্বিন শুক্রবার ১৩৮৭ সন ইং ১৭ অক্টোবর ঘঃ ৮।২৯।২৬ সেঃ মধ্যে মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

সন্ধি পূজা ঃ দিবা ঘঃ ৩।১৩।৫০ গতে সন্ধিপূজারম্ভ ঘঃ ৪।১।৫০ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

মহানবমী পূজা ঃ ১লা কার্তিক শনিবার ১৩৮৭ সন ইং ১৮ অক্টোবর ঘঃ ৭।৩।৩৩ সেঃ মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

দশমী পূজা ঃ ২রা কার্তিক রবিবার ১৩৮৭ সন ইং ১৯ অক্টোবর ঘঃ ৮।৪৫।৪৭ সেঃ মধ্যে দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন।

নিহত ১০ নিখোঁজ ৩

ধুলিয়ান, ১৫ অকটোবর—সামসেরগঞ্জ থানার পারশিবপুরে সাম্প্রতিক মারণ-যজ্ঞে এখন পর্যন্ত ৮জন নিহত হয়েছেন, ২জন হাসপাতালে মারা গেছেন এবং ৩জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে বেসরকারী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। ৪ অকটোবর পারশিবপুরে ওই ঘটনা ঘটে। ১১ অকটোবর এক সাক্ষাৎকারে পুলিশ সুপার সুলতান সিং জানান, তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেছেন তিনজন সেখানে নিহত হন। তাঁদের মধ্যে মাথন সরকার নামে একজনকে পুড়িয়ে মারা হয়। আহতদের মধ্যে দু'জন মারা গেছেন হাসপাতালে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুরে গঙ্গাভাঙন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ থানার পাতলাটোলা ও ভৈরবটোলা এলাকার গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলি ভাঙনের কবলে পড়েছে। বন্যার জল নামার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাভাঙন শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের জন্য আগেই রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু বন্যার জন্য এতদিন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। খুব শিগ্‌গির এ কাজে হাত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

সিনেমা হল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় বাহাত্তর হাজার টাকা প্রমোদকর ফাঁকির অভিযোগে ধুলিয়ানের তাজ টকীজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রন সিনেমা হলে তল্লাসি চালিয়ে প্রচুর ভুয়া টিকিট উদ্ধার করেন। পরে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে হলটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। খবরটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

দুর্গা ষষ্ঠী

আজ দুর্গা ষষ্ঠী। বৎসরের বহু প্রত্যাশিত কয়েকটি দিনের আজ হইতে সূচনা। এই কয়েকটি দিন হইতেছে ছুটির দিন—মুক্তির দিন। অন্য সময়ে যে ছুটি মিলে, এই ছুটি সে রকম নহে। ইহা নিছক কর্ম হইতে সাময়িক অবসরকাল নহে। সারা বৎসরের জীবনযাত্রার মধ্যে থাকে নানা কর্ম-জাল, নানা চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি। ৺পূজার কয়েকটি দিন এই কর্মজাল, জীবনের নানা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ হইতে একটা সাময়িক অব্যাহতি। অর্থাৎ জীবনের যে প্রাত্যহিকতা আছে, সেই প্রাত্যহিকতা হইতেই মুক্তি। দৈন্য দুঃখ, অভাব-অনটন, রোগজ্বালা প্রভৃতিকে কয়েকটি দিন মনের কোণে স্থান না দিয়া একটি পৃথক ধরণের জীবনযাত্রা যেন পূজার কয়েকটি দিন।

অবশ্য এই মুক্তির আহ্বান, গতানুগতিক প্রাত্যহিকতা হইতে সাময়িক বিদায় লাভের ডাক মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনা হইতে শ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার দিনটি হইতে সেই মুক্তির আনন্দ উপভোগ।

মণ্ডপে মণ্ডপে সাজসজ্জা সমাপ্তপ্রায়। ছোটদের জটলা আর স্ফূর্তির মহা ধুমধাম সেখানে। প্রত্যেকের মধ্যে খুশি-খুশি ভাব। একে অন্যের খুশির অংশীদার হয়। নিজের আনন্দ অন্যকে জানায়, অন্যের আনন্দের অংশভাগী হয়। মায়ের পূজা, মায়ের আগমন—সেই নির্মলানন্দের পূত প্রতিশ্রুতি। বড়দের মুখও খুশিতে উজ্জ্বল। পুঞ্জীভূত যত ব্যথা-বেদনা, সংসারের যত নিষ্পেষণ—কিছুই আর থাকে না; থাকে শুধু মাতৃস্নেহধারায় অভিষিক্ত হওয়ার এক অপার্থিব আনন্দবোধ। দুর্গা ষষ্ঠী সেই আনন্দেরই উদ্বোধন ঘটায়। দেবী যে শান্তরূপা, সর্বভূতে তিনি শান্তি আনিয়া দেন। এই পুণ্যলগ্নে আমরাও বলি—

সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ॥

দুর্গাপূজা ও ঈদ

শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

বাঙ্গালী হিন্দুর বড় আনন্দের উৎসব দুর্গাপূজা ও বাঙ্গালী-মুসলমানের আনন্দ উৎসব ঈদ (ঈদুজ্জোহা) এ বৎসর একই সঙ্গে একই সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হবে। এই আনন্দ উৎসবের শুভলগ্নে বেতার মারফৎ, সংবাদপত্র মারফৎ একটি উপদেশ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে—'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।' এই উপদেশের প্রয়োজন সহসা কেন দেখা দিল? আমাদের এই দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন রয়েছে, আর মুসলিম বিজয়ের পর হতেই এসেছে ঈদের উৎসব পালনের উৎসাহ। কিন্তু এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা সম্প্রীতি কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়েছে এমন ঘটনা শোনা যায়নি। বাঙ্গালী নিজেকে আদকাল থেকে একই দেশের অধিবাসী বলে জেনে এসেছে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে। দুর্গাপূজার উৎসবে আনন্দে তারা যেমন হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অংশগ্রহণ করে সেই উৎসবকে তাদেরই আনন্দ উৎসবের অংশ মনে করতে পেরেছে, তেমনই হিন্দুরাও মুসলমানদের ঈদ উৎসবকেও বাঙ্গালী সমাজের একটি আনন্দের উৎসব মনে করতে পেরেছে। তবে আজ কেন এই উপদেশের প্রয়োজন হয়ে পড়লো? অতএব মনে করতেই হবে, আমাদের মনে নিশ্চয়ই সম্প্রীতির মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। সত্যই ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা সে সন্দেহ রয়েছে আমাদের মনে। কেন না সাধারণ হিন্দু মুসলমান এবং দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তারা নিজেদেরকে জানে আত্মীয় হিসাবে। প্রত্যেকে অপরকে সাহায্য করে নিশ্চিন্তে, কিন্তু রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য কিছু কিছু শিক্ষিত ও ধনী মুসলমান ও হিন্দু এই সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। তারা জানেন, যদি এই দুই সম্প্রদায় মিলেমিশে সম্প্রীতিতে বাস করতে পারে তবে তাদের সেই সম্মিলিত শক্তির কাছে এই বুর্জোয়া শক্তি পরাজিত হবেই। দেশে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মুনাফার সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে। তাই তাদের এই অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সকল সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগাবার প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা একই দেশবাসী ও ভাই, নিকট আত্মীয়। এই দুই উৎসবই বাঙ্গালী সমাজের আনন্দ উৎসব এবং আমাদের ভাই ভাই-এর উৎসব। ভাই-এর উৎসবের আনন্দ আমার নিজের মনেও আনন্দ ছড়াবে এই তো সত্য এবং এই মনোবৃত্তি বর্দ্ধিত হলে, উভয় সম্প্রদায় এর মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেলে আমরাই লাভবান হবো। আমাদের উপর অহেতুক অসামাজিক অত্যাচারের প্রতিরোধে সমর্থ হবো। অতীতের মহান দিনগুলির মত উভয় সম্প্রদায় সুখে শান্তিতে বসবাস ক'রে বাঙ্গালী বলে গৌরব বোধ করতে পারবো।

সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট খোলা চিঠি

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

গত ৪ সেপ্টেম্বর সামসেরগঞ্জের পারশিবপুরে যে বীভৎস নিধনযজ্ঞ ঘটে গেল হিংস্রতার দিক থেকে তা তুলনাহীন। মানুষ যে পশুত্বের এত নীচু স্তরে নামতে পারে তা ভাবলে যে কোন সভ্য মানুষ আতঙ্কিত হবেন। এই ঘটনায় কতগুলি প্রশ্ন আজ জনসাধারণের সামনে এসে দেখা দিয়েছে, সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যার জবাব দিতে হবে। ১) প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ১০টায় কাঁকুড়িয়া ফুলতলা ঘাট থেকে ৬ খানি নৌকা বোঝাই সশস্ত্র গুণ্ডা-বদমাইস রণহুঙ্কার দিতে দিতে রওনা হয়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে সশস্ত্র গুণ্ডারা এসে পারঅনন্তপুরে ঘাঁটি গাড়ল। অথচ পুলিশ বা বর্ডার ইনটেলিজেন্স তার কোন সংবাদ রাখল না—এটা কি রকম ব্যাপার? না, সংবাদ রেখেও তারা নিষ্ক্রিয় থেকেছে? ২) পারশিবপুরে যখন এই খুন জখম লুঠপাট চলছে তখন শিবপুর বি-এস-এফ ক্যাম্পের জওয়ানরা অদূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখেছে, কিন্তু কোন বাধা দেয়নি। এটা কার নির্দেশে ঘটেছে? ৩) হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে মুর্শিদাবাদের পুলিশ প্রশাসন পারশিবপুরের সমস্ত ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তছনছ করেছে। এটা কেমন করে ঘটল? ৪) স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমস্ত ঘটনাই জানতেন। কিন্তু তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। এটা কার স্বার্থরক্ষা করার জন্য? এখনই বা তাঁরা দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়ার দাবী করছেন না কেন? ৫) যে চোরাইচালানকারীরা ধুলিয়ান-ফরাক্কা-অরঙ্গাবাদ এলাকায় প্রকাশ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে অবাধ কারবার চালাচ্ছে পুলিশ, প্রশাসন বা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে সম্পর্কে নিশ্চুপ কেন? এই নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার পিছনে কি আছে? ৬) পারশিবপুরে ৭।৮ বছর আগে এসে যারা বসতি স্থাপন করেছিল সেই রকম ১৫০০ নমঃশূদ্র পুলিশের অত্যাচারে ও গুণ্ডাদের আক্রমণে গৃহচ্যুত, সর্বস্বান্ত, উদ্বাস্তু হয়ে আজ নিমতিতা রেল ষ্টেশন ও অন্যান্য জায়গায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্ষুধা ও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। সরকার এদেরকে বোধহয় নাগরিক বলে স্বীকার করে না। স্থানীয় কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীও এই অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসছে না। সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা পরিষ্কার জানতে চাই এই অসহায় মানুষদের বাঁচানোর কোন নৈতিক দায়িত্ব তাঁদের আছে কিনা? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট প্রশ্ন, তাঁরা কার ভয়ে, কাকে তোষণ করার জন্য এই অসহায় আর্ত্ত মানুষদের ত্যাগ করেছেন?—বরুণ রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

ছিনতাই, সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ১২ অক্টোবর—গত কাল ভোর রাত্রে এই থানার গাঙ্গাড্ডার কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে পাকুরের একটি খালি লরি ছিনতাই হয়। ছিনতাইকারীরা পথ অবরোধ করে গাড়ীটি আটকায় এবং চালক ও খালাসিকে বেঁধে রেখে লরিটি নিয়ে চম্পট দেয়। আজ দুপুরে সাগরদীঘি পুলিশ বেলডাঙ্গার কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায় অপহৃত লরিটি উদ্ধার করেছে। আর একটি খবরে জানা গেছে, ৮ অক্টোবর জাগালদারি নিয়ে এই থানার ঠাকুরপাড়া গ্রামে দুই দলের এক সংঘর্ষে ৬ জন জখম হয়েছেন। গ্রেপ্তারের খবর নাই।

খেলার খবর

সংবাদদাতা : মহালয়ার দিন রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাব একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন জঙ্গিপুর এস ডি ও কোর্ট ময়দানে। ছটি দল অংশ গ্রহণ করে। লীগ কাম-নক আউট পদ্ধতির খেলায় চন্দননগর ও অগ্নিফৌজ ক্লাব ফাইনালে ওঠে এবং চন্দননগর টাই ব্রেকারে জয়লাভ করে।

ঝঙ্কারের প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদীঘিতে 'ঝঙ্কার' সঙ্গীত মহা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে উঠে। আতিথি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত দত্ত প্রমুখ।

বিজয়া দশমী ও ঈদুজ্জোহা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবার দেবীর দোলায় আগমন, গজে গমন। ফল নাকি শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। ফসলের উৎপাদন এবার ভালোই হয়েছে। শেষ রক্ষা হলে হয়। ধান-চালের দাম খুব একটা বাড়েনি। বেড়েছে বাকী সমস্ত জিনিসের দাম। তাই এবার দুর্গাপূজো ও ঈদুজ্জোহায় মানুষের মনে আনন্দ নাই।

আদিবাসী কৃষক প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি, ৮ অক্টোবর—সাগরদীঘি কৃষি বীজ খামারে গতকাল আদিবাসী কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাহাপুর হাই স্কুলের আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিবিরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে।

সম্মেলনে ভোলা সেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছুই পাননি। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুর রহমান এম এল এ প্রমুখ। সম্মেলনে ১৫ দফা দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

লেপার বাস সার্ভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য বিজারভ দেওয়া হয়।

ডেন্টাল হল

পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ ডি, কে, প্রামাণিক

(ডেন্টাল সার্জেন)

এখানে দাঁত তোলা ও বাঁধান হয়।

নিহত ১০ নিখোঁজ ৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯ অকটোবর সামসেরগঞ্জের ফুলতলার কাছে একটি গলিত শব পাওয়া গেছে। মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কাজেই পারশিবপুরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা বলা যাচ্ছে না। পুলিশ সুপার আরো জানান, জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধের ফলে উদ্বাস্তুদের ওপর ওই হামলা চলেছে। হানাদাররা উদ্বাস্তু-দের ৩৪টি আস্তানা পুড়িয়ে দিয়েছে। ৬২ জনকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৫ জন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুতি ও সামসেরগঞ্জ থানার কিছু এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য। ওই দুই থানা এলাকায় ১৮টি পুলিশ ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং পুলিশী পাহারা জোরদার করা হয়েছে। চর এখন জনশূন্য।

দৌলতাবাদে রক্তদান শিবির

সঞ্জয় গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর জন্মদিনে দৌলতাবাদ, গুরুদাসপুর ও ছয়ঘড় অঞ্চলে ছাত্র পরিষদ (ই) ও যুব কং (ই) কমিটির উদ্যোগে দৌলতাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রক্ত-দান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে ৫০ জন ছাত্র ও যুব কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। —প্রাপ্ত

সবারে জানাই শারদীয়া অভিনন্দন

চা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

প্রধানের দলবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির জরুর গ্রাম পঞ্চা-য়েতের প্রধান বিজয়কুমার দাস (ফঃ বঃ) এবং তিনজন সদস্য মহাদেব মাঝি ও খুদু মণ্ডল (ফঃ বঃ), যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল (আর এস পি) দলবদল করে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (সি পি আই) দলে যোগদান করেছেন বলে জানানো হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পির জেলা কমিটির খাম-খেয়ালিতে তিতিবিরক্ত হয়ে দল ছেড়ে-ছেন বলে তাঁরা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

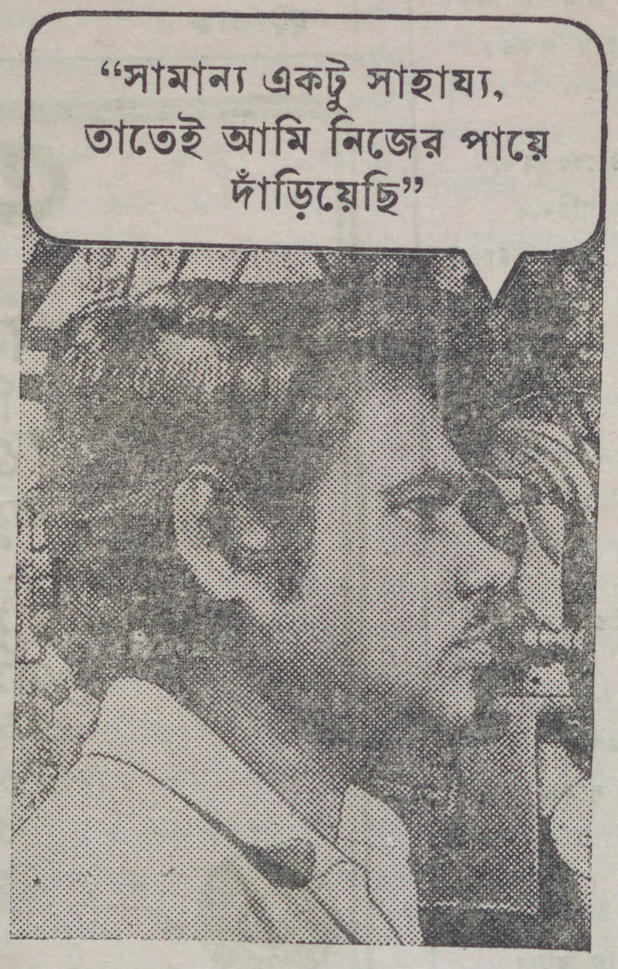

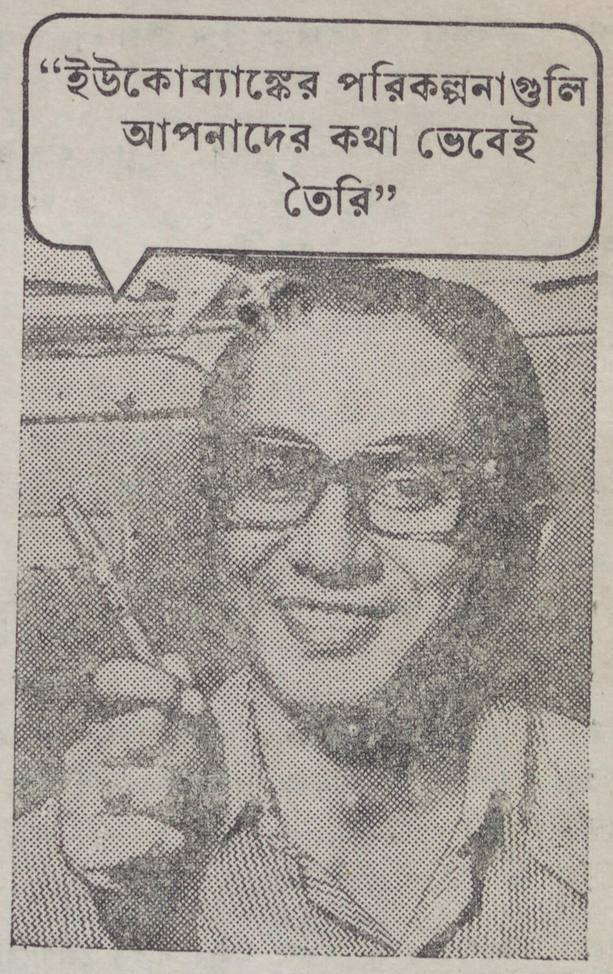

ইউকোব্যাঙ্কের সাহায্যে ছোটো-খাটো একটি কারখানা গড়ে তুলুন।

আপনি যদি উদ্যোগী হন, ছোট-খাটো কারখানা গড়ে তুলে জিনিসপত্র তৈরি করার জ্ঞান, এক কথায় প্রযুক্তি বিদ্যা যদি আপনার থাকে, তবে ইউকোব্যাঙ্কে আসুন। এখানে ছোটো-খাটো উদ্যোগের জন্য দরাজ ঋণের ব্যবস্থা। কারখানার জন্য জমি কিনতে, কারখানার বাড়ি বা শেড বানাতে এবং যন্ত্রপাতি কিনতে ইউকোব্যাঙ্কের ঋণ প্রকল্পগুলি আকর্ষণীয়। তাছাড়া কার্যকরী মূলধনেরও ব্যবস্থা করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণ ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা এবং পরিপূরক শিল্পের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার বেশি যেন না হয়।

তপশিল জাতি ও উপজাতিসহ যেসব ঋণগ্রহীতার বার্ষিক আয় শহর বা আধাশহরাঞ্চলে তিন হাজার টাকার বেশি নয় বা গ্রামাঞ্চলে দুই হাজার টাকার বেশি নয় এবং যাঁরা সেচের সুবিধা সহ ১ একর বা সেচের সুবিধা ছাড়া ২.৫ একরের বেশি জমির মালিক নন, তাঁরা বার্ষিক ৪% সুদ (ডিফারেনসিয়াল রেট অব ইনটারেস্ট) হারে ঋণ পাবেন। তপশিল জাতি বা উপজাতির ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ বেশি হলেও তাঁরা এই সুবিধা পাবেন।

কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সেখানেই সমস্ত খবর পাবেন।

UCO/CAS-51/79 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

কৃষি সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার কোথাও কোথা ও টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। রোগের লক্ষণ :— এই রোগ প্রথমে ধান জমির মাঝে চাক চাক ভাবে দেখা যাবে। পরে ধীরে ধীরে সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছ একটু বেঁটে হয়। পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়ে হলদে এবং পরে কমলা রং এর হয়। পাতার এই রং পরিবর্তন ডগার দিক থেকে শুরু করে সমস্ত পাতা জুড়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। পাতায় সবটা বা কিছু অংশের রং পরিবর্তন হতে পারে।

প্রতিকার :—

(১) জমির জল বের করে দিন।

(২) ২ থেকে ৩ দিন পরে বিঘা প্রতি তিন কেজি নাইট্রোজেন সার দিয়ে ভাল ভাবে ঘেঁটে নিন।

(৩) আক্রান্ত জমি বা আসে-পাশের জমিতে শ্যামা পোকা থাকলে তা দমনের জন্য নীচের যে কোন একটা ঔষুধ প্রয়োগ করুন।

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ	বিঘা প্রতি ঔষধের মিশ্রিত জলের পরিমাণ
নুভাক্রন	এক মিলি	১০০ লিটার
ডিমেক্রন	আধ মিলি	১০০ লিটার
মেটাসিড ৫০	এক মিলি	১০০ লিটার
একালাকস্ ২৫	দেড় মিলি	১০০ লিটার
লিনডেন ২০ ইসি	দুই মিলি	১০০ লিটার
সেভিন	আড়াই গ্রাম	১০০ লিটার

(৪) জমি আগাছা মুক্ত রাখুন। আইল পরিষ্কার রাখুন।

(৫) আক্রান্ত গাছগুলিকে অথবা এলাকা চিনে রাখুন। ধান কাটার পর আক্রান্ত গাছের গোড়াগুলি শিকড় সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

আরো পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সহিত যোগাযোগ রাখুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ

আমিও একদিন……

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার

(৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস,

কলিকাতা, নিউ দিল্লী

পাচক চাই

বাড়ীতে রান্না করার জন্য একজন নির্ঝঞ্ঝাট বয়স্কা মহিলা অথবা পুরুষ লোকের সত্বর প্রয়োজন। দাবী সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন।

—মুক্তা ঘোষাল, এডভোকেট

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

চর্ম্মরোগ সারায়

ত্বক মসৃণ করে

চন্দ্র-মালতী

প্রস্তুতকারক—

জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ

রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে

অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।